গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির আগস্ট, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৭ আগস্ট ২০২২
সভার সময়	বেলা : ১২.০০টা
স্থান	জুম অনলাইন প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য উপসচিব (প্রশাসন-৩)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপসচিব (প্রশাসন-৩) বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্রম	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.১	**জুলাই, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**	জুলাই ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	**সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।**
২.২	সভাকে জানানো হয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১টি নির্দেশনা ও ১৯টি প্রতিশ্রুতি আছে। অর্থাৎ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সর্বমোট ৫০টি নির্দেশনা-প্রতিশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৯টি নির্দেশনা আছে। ৬টি সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়নের হার-৬৬.৬৭%। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৩টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত। বাস্তবায়নের হার-৫০%। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নের হার-৪৪%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে। ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নের হার-৭১.৪২%।	১) এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেসকল নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার মধ্যে বাস্তবায়িত ও আংশিক বাস্তবায়িত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রতির অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রত্যেক মাসিক সভায় প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	**অতিরিক্ত সচিব(সকল)/অধিদপ্তর প্রধান(সকল)/উপসচিব(প্রশাসন-৩**

	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর		
২.২	**নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদকপাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।** জুলাই ২০২২-এ ৭ হাজার ১৩৩টি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৪ জন আসামির বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬৯৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জুলাই ২০২২ মাসে সারাদেশে ৫৪১টি সভা/সমাবেশ/ওয়ার্কশপ/অপারেশনকালে বক্তৃতা, ১৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান, ১৫টি স্থানে মাদকবিরোধী টিভিসি/টিভি ফিলার প্রচার করা হয়েছে। ৭টি বিভাগে এবং ৫৭ (সাতান্ন)টি জেলা ও ৩০৯টি উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুলাই ২০২২ এ ৫৪১টি সভা/সেমিনার ও ২১টি কর্মশালা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জনসমাগম স্থানে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্বলিত পোষ্টার ১১,৮৬২টি, লিফলেট-৭,৫১০টি, ফেস্টুন-৬২টি এবং ২৭১টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। AI enabled Technology ব্যবহার করে কিভাবে মাদক শনাক্ত করা যায়, অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে IOT এর মাধ্যমে কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।	১) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত;** ২) মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে-মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে বহুবিধ প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত;** ৩) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; ৪)মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উঠান বৈঠকে মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভা:গ প্রধান।**

			৫) মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে, নিউরোলজিকেল সমস্যা (স্নায়ু রোগ) তৈরি হয়। এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; ৬) মডার্নাইজেশন এর কনসেপ্ট প্রতিভাত হয় এমনভাবে Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	

নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।-৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসনকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের পিইসি সভা ৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জমির ডিজিটাল সার্ভে ও ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিটি নিরাময় কেন্দ্রের জন্য ১০ একর জমি নির্বাচন, জমির প্রাক্কলিত ব্যয় ও ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। নকশা ও মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রাপ্ত রিপোর্ট স্থাপত্য অধিদপ্তরে ২৭.০৪.২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরে নকশা ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে।	১) সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে, সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে, তাদের কাযক্রম মনিটর করা হচ্ছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**; ২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩)ডোপটেস্ট প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে; ৪) ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	
নির্দেশনা-৪ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।-প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।	১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৫(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান:রমনা,ঢাকা) : সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে-জুলাই ২০২২ এ সারাদেশে ৪১টি সিসাবারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠানে সিসাবার মাঝে মাঝে চলে তবে কোন নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ৩টি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে চালু রয়েছে। অপর ৩১টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।	১) সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২)সিসাবারসমূহে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে, কোন কোন বার হতে স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয় তার তালিকা এবং স্যাম্পল পরীক্ষার ফলাফল প্রতিবেদন আকারে এ বিভাগকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৬ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	
নির্দেশনা-৭ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে-মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে, ১২ জুন ২০২২ তারিখে সকল বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	**১) এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।** ২)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে একাধিক নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি চেকলিষ্ট মোতাবেক পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৮ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।-বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সিসিডিএসি এর মধ্যে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ ৪র্থ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় সংস্থা কর্তৃক ৪র্থ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সভার মিনিটস ও সুপারিশমালা স্বাক্ষর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ এ্যাবিউজ কন্ট্রোল (সিসিডিএসসি), মিয়ানমার কর্তৃক ৫ম দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ।	১) ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক একইভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৯ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪, স্থান রমনা, ঢাকা-১০): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	--	**বাস্তবায়িত**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**		
	নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯ স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।-ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ০৫.০৯.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৫-১১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১১.০১.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন করিয়ে আনতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৬.০৪.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ স্থগিত রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯.১২.২০২০ তারিখের নির্দেশনামতে ২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট প্রণয়ন, ভবনের নক্সা সংশোধনের কারণে পুনরায় ফায়ার স্টেশন সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশের কাজ চলমান । দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৩.১০.২০২১ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ১০টি ফায়ার স্টেশন (ফায়ার স্টেশনবিহীন উপজেলায়) এ প্রকল্প থেকে স্থানান্তর করে প্রস্তাবিত 'দেশের গুরত্বপূর্ণ স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৬-০৪-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া চলমান ১৫৬ (সংশোধিত ১৪৩) প্রকল্প ও ২৫ (সংশোধিত ৪৬) প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি, জরাজীর্ণ ৫টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ১১টি সর্বমোট ৩৬টি ফায়ার স্টেশন এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩৬টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে পুনঃপ্রেরণের জন্য ১০-০২-২০২২ তারিখে এ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এবং আরো ১৪টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩)ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) চলমান ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কাজ দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**
নির্দেশনা-৩(তারিখ-২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।-'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' অধিগ্রহণকৃত ১০০.৯২ একর জমি ০৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক হস্তান্তর-গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে প্রেরণ করা হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-৪ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে	১) ফায়ার ম্যান পদের নাম ফায়ার ফাইটার হিসাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **আংশিক বাস্তবায়িত।** ২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে-	১)যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান বিষয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ বিষয়ে বিআরটিএ ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরন প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনকালে প্রত্যেক ইউনিট থেকে যেন কিছু জনবলকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করা হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এ কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৬ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হবে তার তালিকা পাওয়ার পর সেসকল ইকুইপমেন্ট বাদ দিয়ে বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষম সে সকল ইকুইপম্যান্ট সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে। ফায়ার সার্ভিসের জন্য Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১) নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৭ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	১) ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন সে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ম্যাপিং করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২) একই সাথে ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-১(তারিখ-১৭.০৪.২০১১)স্থান:মুজিবনগর, মেহেরপুর-মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	১) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।**	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-০৯.০৪.২০১১, স্থান-সিরাজগঞ্জ সদর: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।-জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর চাহিত ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৩৮ টাকা ৪০ পয়সা পরিশোধ করা হয়। উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টের ১৪৬/২০১৩ নম্বর এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	১) সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়টি নিয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করে মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩ (তারিখ-৩১.০৩.২০১১)স্থান: ময়মনসিংহ সদর: ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	১) ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪:সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৫ (তারিখ-০৬.০৫.২০১০) স্থান:বরগুনা সদর: বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	১) বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।**	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ (তারিখ-২৭.০৪.২০১০) স্থান:চাঁদপুর সদর: চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	১) চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ (তারিখ-০৬.০৩.২০১০) স্থান:কুড়িগ্রাম সদর:কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম-এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	১)কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**। ১)ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-০৩.০৫.২০০৯) স্থান:টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ- টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে।	১) টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানীতে ফায়ার স্টেশন অফিস স্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।**	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	
২.৪	**কারা অধিদপ্তর :**		
	নির্দেশনা-১(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জানুয়ারি, ২০১৯ এ কারাগারসমূহের বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ৪০,৬৬৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও কক্সবাজার কারাগারে নতুন ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী	১) জানুয়ারি ২০১৯ এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ৪০,৬৬৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও কক্সবাজার কারাগারে নতুন ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারাগারসমূহের বন্দি	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারাগারসমূহের বন্দি ধারণক্ষমতা ১৯৬২ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ধারণক্ষমতা ৪২,৬২৬ জন। কারাগারের ধারণক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও জামালপুর কারাগার নির্মাণ/পুন:নির্মাণ করা হচ্ছে। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ ১৪ (চৌদ্দ) জন বন্দির মুক্তির এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ধারণক্ষমতা ১৯৬২ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ধারণক্ষমতা ৪২,৬২৬ জন। কারাগারের ধারণক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও জামালপুর কারাগার নির্মাণ/পুন: নির্মাণ করা হচ্ছে। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**। ২) বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ ১৪ (চৌদ্দ) জন বন্দির মুক্তির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ৩) কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ২) ময়মনসিংহ ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৪) জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা-২ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে-ডিপিপি সংশোধন করে ০১-০২.২০২২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিভাগের সংশোধনী মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ০৪.০৪.২০২২ তারিখে পুনরায় প্রেরণ করা হয়।অতঃপর প্রকল্পের উপর যাচাই কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়ন করে ২৬.০৫.২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৩ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব IIFC কর্তৃপক্ষ ১৮.০৫.২০২২ তারিখে দাখিল করেন। প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২২.০৬.২০২২ তারিখে কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৪.০৭.২০২২ তারিখে IIFC কর্তৃপক্ষ তাদের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। বর্তমানে IIFC এর আর্থিক প্রস্তাব মুল্যায়নের কাজ চলছে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯,স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসকের ১৪১টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৫ জন চিকিৎসক প্রেষণে কর্মরত আছেন। ১৩৬টি চিকিৎসক পদ শূন্য। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সিভিল সার্জন কর্তৃক ৯৩ জন চিকিৎসককে সাময়িকভাবে সংযুক্তিতে বিভিন্ন কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে।	১) কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সচিবকে প্রতিবেদন আকারে জানাতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা:বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। ২২৬৫টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ২১০২ জন (৩১.০৭.২০২২)। মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির ১২তম সভার (০১/০৩/২০২০) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২১৫ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে জুন,২০২২ পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ২৯টি এবং আপীল বিভাগে ১০টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।	১) মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির ১২তম সভার (০১.০৩.২০২০) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২১৫ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে জুন, ২০২২ পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ২৯টি এবং আপিল বিভাগে ১০টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরে কতটি আপিল মামলা ছিল এবং কতটি নিস্পত্তি করা হয়েছে তা তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

নির্দেশনা-৬(তারিখ:২৩.১২.২০১৪,স্থান:গাজীপুর সদর): কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ইএনসি) বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।	১)ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি আংশিক **বাস্তবায়িত।** ২) গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশা'র ভেটিংসহ এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ৩)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান:রমনা, ঢাকা: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে- কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, মার্কিন দূতাবাস, বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ১৯৮ জন এবং ডেপুটি জেলার মৌলিক প্রশিক্ষণে আরো ১৩ জনসহ ২১১ জন কারা কর্মকর্তাকে দেশে এবং ৮ জন কারা কর্মকর্তাকে বিদেশে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট কারারক্ষী: ৮,৭০৮; প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী: ৪,৪৯৩; বিবেচ্যমাসে চলমান প্রশিক্ষণ: --; অবশিষ্ট: ৪,২২৫; মন্তব্য: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	১)কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৮ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা, ঢাকা: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।	১) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানো হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

Table within নির্দেশনা-৭:

মোট কারারক্ষী	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	বিবেচ্যমাসে চলমান প্রশিক্ষণ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
৮,৭০৮	৪,৪৯৩	--	৪,২২৫	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান

প্রতিশ্রুতি-১(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান-রমনা, ঢাকা: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মহাপরিদর্শক,কারা অধিদপ্তর সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমানে ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৪৬,৪৬৭ জন বন্দিকে ১,২৬,৩৫,৬০১/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত এক) টাকা দেওয়া হয়েছে।	১) বর্তমানে ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৪৬,৪৬৭ জন বন্দিকে ১,২৬,৩৫,৬০১/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত এক) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত ।** ২)কারা বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যসমূহের দক্ষ বিপণন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে মেট্রোপলিটন এলাকায় কারাপণ্য শো-রুম/বিক্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে বিক্রয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামতসহ একটি কনসেপ্ট পেপার দাখিল করতে হবে। ৩)যে এলাকায় যে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ কিংবা যে পণ্যের এলাকাভিত্তিক উৎপাদনের খ্যাতি আছে সে রকম পণ্য সে এলাকায় অবস্থিত কারাগারে উৎপাদনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬) স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	**বাস্তবায়িত**	
প্রতিশ্রুতি-৩(তারিখ-১০.০৪.২০১৬স্থান:কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।-জনবল সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগ হতে ১৩ জুন ২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা দ্রুত চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন IIFC-এর মাধ্যমে প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।	১)২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫: কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে	---	বাস্তবায়িত।

প্রতিশ্রুতি-৬(তারিখ: ১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আটক বন্দিদের দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কয়েদি বন্দিদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগস্থ ৩২টি কারাগারে বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কারাগারসমূহে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কারা বন্দিদের সকালের নাস্তা রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহে দুই দিন খিচুড়ি, এক দিন হালুয়া রুটি ও চার দিন সবজি রুটি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের নিমিত্ত দৈনিক মাথাপিছু ২৬/-(ছাব্বিশ) টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারাবন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/-(ত্রিশ) টাকা হতে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; কয়েদি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাসিক মজুরি ২০/- (বিশ) টাকা হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে; বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা থেকে ২০০/-(দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; পবিত্র রমজান মাসে বন্দিদের ইফতারির জন্য জনপ্রতি বরাদ্দ ১৫/-(পনেরো) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩০/-(ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে; কারাগারে আটক বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে বন্দি প্রতি খোরাকি ভাতা ১৬/-(ষোল) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০/-(একশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; কারাবন্দিদের সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কারা আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Prisons and Correctional Services Act-২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে; বন্দিদের মাদক গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক কুফল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা প্রদানসহ মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	১) কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**। ২)কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে:	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৭ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান : কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আইজি (প্রিজন) সভাকে জানান, কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০-জুন, ২০২২ পর্যন্ত ২০,৫৪৩ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারকে আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত**। ২)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ: ১০.০৪.২০১৬) স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। **প্রকল্পের মেয়াদ-জুন, ২০২২।** কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	১)কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯:কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান : কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা : যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।	১)কারাবন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন করার সময় বন্দির সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফোন বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর**		

	নির্দেশনা-১ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান: সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। ই-ভিসা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ২৯ মে ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ই-টিপি বাস্তবায়নের জন্য ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১৭ মে ২০২২ ও ২৬ মে ২০২২ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির ও ১৪ জুন ২০২২ তারিখে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১৬টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে; ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরে-বাংলা নগর-এর প্লট নম্বর এফ-১৪/বি-এর ০.১৬৫ একর জমি ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ডিআইপি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।	১) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি **বাস্তবায়িত।** ২) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৩) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৪) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ :পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।	**বাস্তবায়িত।**	
	নির্দেশনা-৩(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ১২ মে ২০২২ তারিখে ডিপিপি যাচাই কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১)প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান : রমনা, ঢাকা): নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত।**	

	নির্দেশনা-৫ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান : রমনা, ঢাকা): ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	বাস্তবায়িত।	
	নির্দেশনা-৬ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান : রমনা, ঢাকা) : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা।	বাস্তবায়িত।	
	নির্দেশনা-৭ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪-স্থান : রমনা, ঢাকা) :সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ২য়-৯ম গ্রেডের ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	বাস্তবায়িত।	

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০১৪.০৬.০০৩.১৭.২৭৯

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯
৩০ আগস্ট ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব